পদচিহ্ন
গৌতম বসু

কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, অকাল,
কার কার ছায়া আছে আর কার ছায়া নাই
কিছুতেই স্পষ্ট কথা কইল না ঝরাপাতা
কারে জানাই, থামে না থামে না অন্তর্প্রহার

অদ্ভুত পদচিহ্ন সকল, তোমরা আমায়
ঘিরে ফেলবার পর, অনুভব করলাম
অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রাখা হল, মুখের পরে
বয়ে চলেছে ক্ষীণ, আহত বসন্ত বাতাস

অকস্মাৎ রাজা রাজা বলে যা ডেকে উঠেছি
এত যে শিকলের ধ্বনিতে পা জড়িয়ে যাচ্ছে,
এইটুকু যে পিপাসার রুটি তুলে নিলাম
এই যে তোমার প্রণয়াচ্ছন্ন ধূলিরেখা।

সিং উইলো উইলো
অমিতাভ গুপ্ত

সাইকামোরে স্বয়ম্বৃতা ডেসডিমোনা জানবে কী আর
তার গাওয়া গান নিজের বীণায় লুকিয়েছিলেন যে-শেক্সপিয়ার

তিনি নিজেই ফেয়ার ইয়ুথ, নিজেই আঁধারমেয়ে
তেইশে এপ্রিলের রাতে ছায়ায় মেঘে মেঘে

দু-লাইনের একটি স্তবক একটি সনেট থেকে ঝরিয়ে
দিয়েছিলেন রূপে রূপার্তকে রেখে

পনেরোশো চৌষট্টির এপ্রিল। তেইশে
উইলোপাতার কান্না ঝরে কার করুণার বিষে

ফ্রেমে বাঁধানো বরাভয়

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

নেই নেই করে প্রায় সবই গেছে।
আছে বলতে, মার মঙ্গোলিয়ান মুখের ওপর
রক্তশূন্য, আরও হলদেটে বসে যাওয়া হাসি, যাকে
এল.পি রেকর্ডের রাগপ্রধান প্রচ্ছদ বলে চালানো যেতেই পারে।
আছে বাবার ইংরেজি, দাগ ধরা পেপারব্যাক।
আর, কোনও বাচ্চার অচেনা হুপিংকাশির শব্দ।
দিদির কিছুটা রং –জ্বলা নিউ মার্কেট থেকে গেছে, এক কোণে।
দাদার কিছুই নেই।
কিন্তু দক্ষবালা দাসির আধচিবোনা রুটি আর চা-বাটি খুঁজে পাচ্ছি আমি।
বাথরুমে, প্রথম মলেস্টেশনের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ রয়েছে।
খেজুরগুড়ের মতো দিবাস্বপ্নগুলো আছে।
উচ্ছিষ্টের মতো আত্মীয়স্বজনের দরদও লেগে আছে।
একাত্তরের পুলিশ, স্বপনকুমারের খুচরো বই আর দুপুর দেড়টার
অনুরোধের আসর কী নেই ভাবছ।
বিবিধ অবৈধর চটচটে দেওয়াল-
অসম্মান, অপমান, এসব স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু
অসহায় চাঁদমালা ঝুলছে সেখানে, আজও।
ইশ্‌শ। এবার যদি নুন শো-র শশীকাপুরও নাচ করতে করতে
উঠে আসত এই অন্ধকার খোঁদল থেকে।
আমার মেয়েকে গোটা একটা রত্নসম্ভার দিয়ে যেতাম তবে।

পূর্ণিমারাতের দশ্য

রাকা দাশগুপ্ত

অথচ, ভিতরে কোনও শব্দ নেই।
বুকের ভীরে কানও শব্দই ওঠে না।
পাশে বসে যুবক দেখায়
পূর্বজন্মের রাস্তা, চাঁদঢালা পিচ
পাশে বসে যুবক দেখায়
পূর্বজন্মের চন্দ্র, পূর্ণচাঁদ, শশক-টশক
এবং গভীরে জমে নিরুত্তর অপার বরফ।
যেন অভ্যন্তরে এক বোবা-কালা কলোনি হয়েছে।
অথচ, একদিন কোনও নিস্তার ছিল না।

চোখ, বৃদ্ধ চোখ শুধু সব দেখে যায়
তর্জনীনির্দেশ মেনে খুঁজে পায় রুটিন সংবাদ
চোখ শুন্যচোখে দ্যাখে
মাইল মাইল দীর্ঘ নির্জন চাঁদিনি
অপমানে শুয়ে আছে
পথহীন, শব্দহীন, পূর্বজন্মহীন...

একটি অসম্পূর্ণ কবিতা

নিত্য মালাকার

একটাই ছোট নিতান্ত কবিতার জন্য পেয়েছি জীবন

এবং একটাই গম্য স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে তীব্র খরায় পুড়ে
খাক হতে হতে শেষে পেয়েছি শ্রাবণরাত্রি
শুভ আশ্বিন আর হিমঘ্ন পৌষ

বসন্ত এসেছে বারে বারে অলিদের পথ ধরে আর
যথেচ্ছ ফেলে-ছড়িয়ে খেয়ে-পরে শেষে
আরব্ধগুলির জন্য আজ

চিৎপাত শুয়ে পড়ে দেখছি আকাশ আমার বড়
বিধুর উদাসীন
বিধুর, - বস্তুত এই শব্দটিকে সন্দেহবশত আমি
তীব্র ঘৃণাবশে
এতদিন রেখেছি তোশকের নীচে এবং ভাদ্রের দুপুরের
উঠোনের ডালিমের ডালে
দীব্র আত্মহত্যাকামী পাখিদের মতো
সুদুর উদ্দেশে প্রশ্নে-
অসম্পূর্ণ রেখে এটুকুই আজ হাতের কলমটিকে
শাসিয়ে বলছি, চুপ থাক।

সালতামামি

সমিরণ ঘোষ

ধ্বস্ত কলোনি, আর ওই অশুভ মূর্তিগুলোই উঠেছিল, সন চোদ্দোশো পঁচিশ
ভূশন্ডির মাঠ থেকে অনর্গল হাওয়া উঠেছে তীব্র সুরেলা
কাল নেই কালান্তর নেই, বাইশ-কুঠুরি থেকে দীনভর
কান্না আর ঝুমুর বাজছে

কেউ কী রান্না করছে। তেল ফুটছে আর আর্ত ভাঙাস্বর
অন্ধকার পর্দাগুলো হঠাৎ সরাল সন ষোলোশো সাতাশ

কিন্তু কোনও মুখ নয় মূর্তিও নয়, দুপাটি চটির পাশে
নির্বিকার দুলে যাচ্ছে আরামকেদারা

তেল-ফোঁটা তীব্র আওয়াজ, আর কেঁপে কেঁপে
ঊর্ধ্বে উঠছে দুহাজার ষোলোর কোনও মধ্যদুপুর

চারটি অপ্রকাশিত কবিতা ১৯৯৪
যশোধরা রায়চৌধুরী

১
সকলেরই ভয় আছে, লজ্জা আছে , তাই না, বলো, নেই?
প্রত্যেকের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গোপন গোপন কালো নদী
পা ডোবাতে এত ভয়, হাত বা আঙুল দিতে ভয়
যদি খেয়ে যায় কোনও কিছুতে, যা ক্ষুরদাঁতওয়ালা, কালো, রাগী
যদি ছিঁড়ে নিয়ে যা, তবু জল টানে এত, এসে বসতে হয় তবে পাড়ে
এত লোভ, জলের ঘূর্ণির মধ্যে, বুননের মতো, জল এত ভয়ঙ্কর
যেভাবে টানেন সব লোকেদের, যেভাবে বসান এনে তীরে

২
তোর আবার বেশি, তাই বলে জলীয় কষ্টকে
এত বড় করে দেখা: ওসব তো কাব্যেটাব্যে হয়
আমরা অফিসে যাই, সিঁড়ি থেকে কোনওদিন স্রোতধারা নামতেও দেখিনি
পোস্টারে পোস্টারে ঢাকা দেওয়ালেরা, বলো ভাই, কোথায় প্রপাত
লুকিয়ে রেখেছ, আমি খুঁজেছি তো, লিফ্‌টে, চারিপাশে

৩
রাগ টানা দেওয়া আছে রারান্দায়, এঘরে ওঘরে
হাওয়া সেই রাগ ছুঁয়ে আসাযাওয়া করে, আর গরম বাতাস
এইভাবে তৈরি হয়, ভরে যায় ঘরদ্যের, ভরে গেলে, তীবব্র হুইসিল
দাগে দাগে চড়ে যাওয়া, ফাটো ফাটো প্রেশার কুকার, আমরা রান্না করি,

৪
এইসব গান, তোমরা ক্ষমা কোরো, যাদের কষ্টের
ও রাগের ন্যূনতম মান বেঁধে দিতে চাই, লাল করে ভাজ, বলছি,
সেদ্ধ সেদ্ধ ক্ষেতেই পারি না আমি কী আশ্চর্য আমার ইচ্ছেটা
কিছুই না নাকি তুমি কী করে ভেবেছ এইসব
আমি তো কষ্টের জন্য বেড়াতে আসিনি ওহে এ ভবসংসারে
মজা পেতে এসেছিল? তাহলে কি মজা হচ্ছে? এইসব? মজা?

আমি তো তেমনই ভাবি, কালো, মজা পুকুরের ভেতরের টান

কীরকম ঘূর্ণিমতো, ওইখানটা, দেখো, ছোট বুদবুদ, মিলিয়ে যাচ্ছে নীচে

ওখানে কি আছে কিছু? সত্যি বলো, গোপন গোপন
কী মজা রেখেছ? কান্না, তাই বলো, আহা, বলো, বলো সে কোথায়...

কোজাগরী
দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়

তোমার শিয়রে কোজগরী রেখে যাব
আশ্বিনভেজা ঠোঁটে মেখে দেব চাঁদ
আমাকে যখন কলঙ্করেখা ভাব
আমি তো নিঃস্ব দহনের অবসাদ

আমাকে যখন স্বপ্নের স্রোত থেকে
ডেকে তুলে এনে নিবিড়ে আপন করো
তোমার গভীরে গোপন ডাইরি লেখা
আমার যা কিছু প্রলাপ রক্ষতর

অন্ধ তমসা মহুয়ার উল্লাসে
অসুখের মোহে যে-সুখ বাড়াল গতি
দুয়ের পশলা স্পৃহা ঢেলে তার গ্লাসে
শিয়ার বাড়ছে বহতা কংসাবতী

পাথরের বড় কাছে ঝুঁকে আছে মেঘ
ছায়ার গন্ধে জাপটে ধরেছি তাকে
তোমার অতনু রোদ্দুরঝরা পেগ
আমাকে ঘুমের গহ্বরে এসে ডাকে

জেগে উঠে মাখি বহতা নদীর চাঁদ
নদী ভরাট ঢেউ, ঢেউয়ে ভাসে কোজাগরী
শ্মশানে ধুঁকছে মৃন্ময়ী অবসাদ
ঈশ্বর খোঁজে নেশাতুর ঈশ্বরী...।